দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 JUL 1996

ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

আমার লেখার বিষয়বস্তু বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ। ঢাকার বাইরে যে ক'টি মেডিকেল কলেজ প্রাচীনত্ব ও মর্যাদায় গরীয়ান এর মধ্যে এটি একটি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা 'মাকাল ফলের' মত। বাহিরটা চমৎকার। বিশাল ভবন, সুবিস্তৃত এলাকা, নাতিদীর্ঘ খেলার মাঠ প্রভৃতি সবই আছে। কিন্তু, ভেতরটা শূন্য। ক্ষেত্রভেদে কিছুটা কদাকারও বটে। গত ১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার কলেজটির অভ্যন্তরস্থ রূপ সম্পর্কে আমাদের বরিশালস্থ নিজস্ব প্রতিনিধি মাইনুল হোসেনের একটি রিপোর্ট, অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। রিপোর্টটি ছাপা হওয়ার আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফল হতে পারিনি। যখনই ফোন করি তিনি ব্যস্ত। আর না হয় সোফা কিম্বা টয়লেটে। তাই বাধ্য হয়েই প্রকাশিত রিপোর্ট ছাড়াও নিজস্ব অভিজ্ঞতা হতে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরতে হচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় গত আট তারিখ। বিশেষ প্রয়োজনে সেদিন আমি বরিশাল গিয়েছিলাম। পরিচিত লোকজনের কাছে খবর পেয়ে একদল ছাত্র-ছাত্রী এসে ঘিরে ধরে। তারা মৌখিকভাবে কলেজের শিক্ষক সঙ্কটের বিষয় জানায়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে প্রদত্ত একটি স্মারকলিপির কপি প্রদান করে। এর দু'দিন পর পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী জনাব ফয়জুল হকের বরিশাল সফরের প্রোগ্রাম। আমি তাদের তার সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেই এবং গোটা পরিস্থিতি তুলে ধরতে বলি। এই পরামর্শ দেয়ার অন্য একটি কারণও ছিল। তিনি মরহুম জননেতা শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হকের পুত্র এবং কলেজটিও শেরে বাংলার নামাঙ্কিত। ধারণা ছিল, আমার প্রচেষ্টার সাথে যদি তার সহযোগিতা যুক্ত হয় তাহলে হয়তো সমস্যার দ্রুত সমাধান হতে পারে। যতদূর জানি, পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা তার সঙ্গে দেখা করে। তিনি তাদের কি আশ্বাস দিয়েছেন তা অবশ্য জানি না। সে যাই হোক, বরিশাল মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক। সুষ্ঠু ও নিয়মিত পড়াশোনার সাথে তাদের ভালো ডাক্তার হয়ে বের হয়ে আসার বিষয় জড়িত। যে কোন শিক্ষার্থীর যথার্থ শিক্ষিত হওয়া উন্নতমানের বইপত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং সর্বোপরি সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা বিদ্যায় এটি আরো অতীব জরুরী। কারণ, এ এমন এক বিষয় যার সাথে মানুষের জীবন-মরণ জড়িত। সাধারণ এম,বি,বি,এস ডাক্তারদের সম্পর্কে এমনি নানা কথা শোনা যায়। প্রায়শ: রোগীদের মুখে উচ্চারিত হয় একটি বিশেষ অভিযোগ। অভিযোগটি হলো, একশ্রেণীর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন এতে থাকে হাই পাওয়ারের এন্টিবায়োটিকসহ প্রায় অর্ধডজন ঔষধের নাম। কোন কোন এন্টিবায়োটিক টেবলেটের এক-একটির দাম ১৫/১৬ টাকা। অনেকে বলে থাকেন, যথারীতি ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হলে এতো উচ্চমূল্যের এতবেশী ঔষধ প্রয়োজন হয় না। দু'এক টাকা মূল্যের দু'তিনটা টেবলেটে রোগ নিরাময় হতে পারে। তাদের মতে অধিক ঔষধ সেবন বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। এক শ্রেণীর ডাক্তার কেন এই ধরনের প্রেসক্রিপশন দেন সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি এত সহজবোধ্য যে, বিশদ আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। তাই পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি।

শিক্ষার্থীর ভালো ডাক্তার হওয়ার জন্য প্রয়োজন ভালো শিক্ষক। বরিশাল মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের অভাব প্রচণ্ড। প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ নেই। অধিকাংশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকহীন। ফলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে এক রকম অচলাবস্থা। ৩য় ও চতুর্থ বর্ষের ১৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী গত মাসের ৬ তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সচিবের কাছে যে স্মারকলিপি প্রদান করে এর অংশবিশেষ উল্লেখ করলেই প্রকৃত পরিস্থিতি উপলব্ধি করা যাবে। উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'ফার্মাকোলজী ও কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক বদলি হওয়ায় পদগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। আজ পর্যন্ত এসব শূন্য পদে নতুন কোন অধ্যাপক পোস্টিং দেয়া হয়নি। অন্যদিকে ট্রেনিং-এর জন্য অনেকে বিদেশে চলে গেছেন। কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার জনাব আমিনুল ইসলাম তরফদার অকাল মৃত্যুবরণ করায় তার পদটিও শূন্য। কোন পদেই নতুন নিয়োগ দেয়া হয়নি। পরিণামে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিরাজ করছে চরম এক অচল অবস্থা।' বলাবাহুল্য, বিশেষভাবে এই দু'টি বিভাগ হলেও শিক্ষক সংকট কম-বেশী সব বিভাগেই বিদ্যমান। এই নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে নাকি বহু লেখা-লেখি হয়েছে; কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ ঘটেনি।

বরিশাল মেডিকেল কলেজের অবস্থা একটি নমুনা হিসাবে উল্লেখ করলাম। প্রকৃতপক্ষে ঢাকার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য মেডিকেল কলেজের অবস্থাও অভিন্ন। প্রভেদ শুধু ডিগ্রীর। কিছুদিন আগে ফরিদপুর সফরকালে সেখানকার মেডিকেল কলেজেরও একই বিবরণ শুনেছি। প্রত্যক্ষ করেছি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর হতাশা। বরিশালের অবস্থা এমন যে, ছাত্র-ছাত্রীরা 'শিক্ষক চাই' দাবীতে যেকোন সময় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন হওয়ার কারণ কি? দেশে কি উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ মেডিকেল শিক্ষক নেই?

না, তা নয়। এদেশে জনসংখ্যার প্রাচুর্য ছাড়া আর সবক্ষেত্রে সঙ্কট এবং ঘাটতি থাকলেও প্রয়োজন পূরণের ন্যূনতম শিক্ষক নেই তা বলা যাবে না। সঙ্কটমুক্ত পরিবেশ রক্ষার উপযোগী মেডিকেল শিক্ষক অবশ্যই দেশে আছে। এরপরও রাজধানী ঢাকার বাইরে মেডিকেল কলেজগুলোতে এই অচলাবস্থা কেন?

এর অন্য অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে প্রধান একটি কারণ, ঢাকার বাইরে যেতে মেডিকেল শিক্ষকদের নিদারুণ অনীহা, কিছুতেই তারা যেতে চান না। বদলির পর অনেকে নতুন কর্মস্থলে যোগ দেন। অন্যমনস্কভাবে দু-একদিন ক্লাস গ্রহণ করার পর নানা ছল-ছুতায় ছুটি নিয়ে চলে আসেন ঢাকা। এরপর শুরু হয় বিচিত্র অজুহাত সৃষ্টি করে ছুটির মেয়াদ প্রলম্বিত করা। অনেক ক্ষেত্রে ৫/৭ মাস পার হয়ে যাবার পরও তারা আর কর্মস্থলে ফিরে যান না। এতে প্রত্যক্ষভাবে ও উপস্থিতমত ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থী সমাজ। আর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এর দায়ভার বহন করতে হয় জাতিকে। উন্নত চিকিৎসা সংকট হতে বিদেশে অর্থপাচারও কম হয় না। এক হিসাব হতে জানা যায় যে, প্রতি বছর চিকিৎসা খাতে বিদেশে অর্থপাচার হয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

এখানে অনিবার্যভাবে যে প্রশ্নটি এসে যায় তা হলো, একই বেতন-ভাতা এবং আবাসিক সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও চিকিৎসকরা মফস্বল শহরে যেতে চান না কেন? বিভিন্ন মহল বলেন, এর মূল বাড়তি সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা। ঢাকা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে থেকে কোন কিছু পাওয়ার তদ্বির করা সহজ। বিদেশ যাত্রা থেকে বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি সব কিছুরই সুযোগ গ্রহণ করার সুবিধা এখানে বেশী। পক্ষান্তরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে দৈনিক যে আয়-উপার্জন করা যায় মফস্বল শহরে সপ্তাহেও তা করা যায় না। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, মফস্বল শহরেও প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুবিধা আছে। সে সুবিধা গ্রহণ করে যে বাড়তি আয় করা যায় বাংলাদেশী ষ্ট্যাণ্ডার্ডে তা যথেষ্ট। কিন্তু এই যথেষ্ট অনেকের মানসিকতায় যথেষ্ট নয়। আর নয় বলেই ঢাকায় থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা।

উন্নত জীবনযাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পেশা নির্বিশেষে যে কেউ তা চাইতে পারে। তাই বলে দেশের অবস্থা বা পেশার ধর্ম বিস্মৃত হওয়া চলে না। চিকিৎসার সাথে বাণিজ্যিক কোন সম্পর্ক নেই একথা বলি না। কিন্তু ইহা নিছক বাণিজ্যিক বিষয় নয়। এর সাথে মানবতার প্রশ্নও জড়িত। শেষোক্তটি ভুলে গিয়ে প্রথমটিকে একমাত্র আরাধ্য হিসাবে গ্রহণ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তেমন অবস্থায় মানবিকতা আহত ও বিপর্যস্ত না হয়ে পারে না।

সংশ্লিষ্ট মহল এই সমস্যা কি করে মোকাবিলা করবেন জানি না। তবে একটা কিছু করা উচিত। সরকারী চাকুরীজীবীর দ্বারা সরকারী আদেশ লংঘিত হওয়ার মতো বড় বিপদ আর নেই। এরই মাঝে নানা কিছু বলাবলি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মহল বলছেন, চিকিৎসা সংকট দূর করার জন্য ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরে স্থাপিত হয়েছে মেডিকেল কলেজ। এজন্য অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও সরবরাহ করা হচ্ছে নানা সাজ-সরঞ্জাম, এতে জাতীয় রাজস্ব ভাণ্ডারের বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকরা যদি ঢাকার বাইরে গিয়ে থাকতে না চান তাহলে এই অর্থ ব্যয় করার কোন মানে হয় না। তেমন অবস্থায় সব ছাত্র-ছাত্রীকে ঢাকায় এনে ভর্তি করাই যৌক্তিক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবে তাও সম্ভব নয়। অন্ততঃ বর্তমান অবস্থায়। তাই কালবিলম্ব না করে ঢাকার বাইরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষক সঙ্কট দূর করা জরুরী। বরিশাল মেডিকেল কলেজের অবস্থা এমন যে, কিছুদিন পর পরই স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া অন্যরা কলেজ ছেড়ে চলে আসে। এর কারণ শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত ক্লাস হয় না। সুতরাং খালি খালি পড়ে থেকে মা-বাবার অর্থের অপচয় করে কি লাভ? তাই তারা চলে আসে। আমরা মনে করি, এই চলে আসা শুধু তাদের জীবন গঠন করার অন্তরায় নয়—জাতির জন্যও সমূহ ক্ষতির কারণ। যত শীঘ্র এ কারণসমূহ দূর করা যায় ততই মঙ্গল।